জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আমাদের প্রত্যয়

‘এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায় । এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরী না পায় বা কাজ না পায়’

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আওয়ামী লীগ শাসনামল
২০০৯-২০১৩

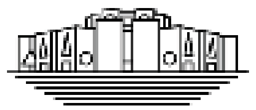

দিন বদলের সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা

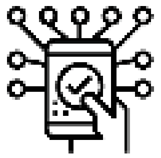

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের অসমাপ্ত বিচার কাজ সম্পন্ন

মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ শুরু

জাতীয় চারনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন

মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি

সাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করা

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবউন্নয়ন সূচকে অভাবনীয় উন্নতি

আওয়ামী লীগ শাসনামল
২০১৪-২০১৮

- নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত
- উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ
- প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮% এ উন্নীত
- মাথাপিছু আয় ১৭৫২ ডলার
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০,৪০০ মেগাওয়াট
- দারিদ্র্যের হার ২১.৫%
- সফলভাবে জঙ্গিবাদ দমন
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া
- স্বাক্ষরতার হার ৭৩%
- একাধিক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন

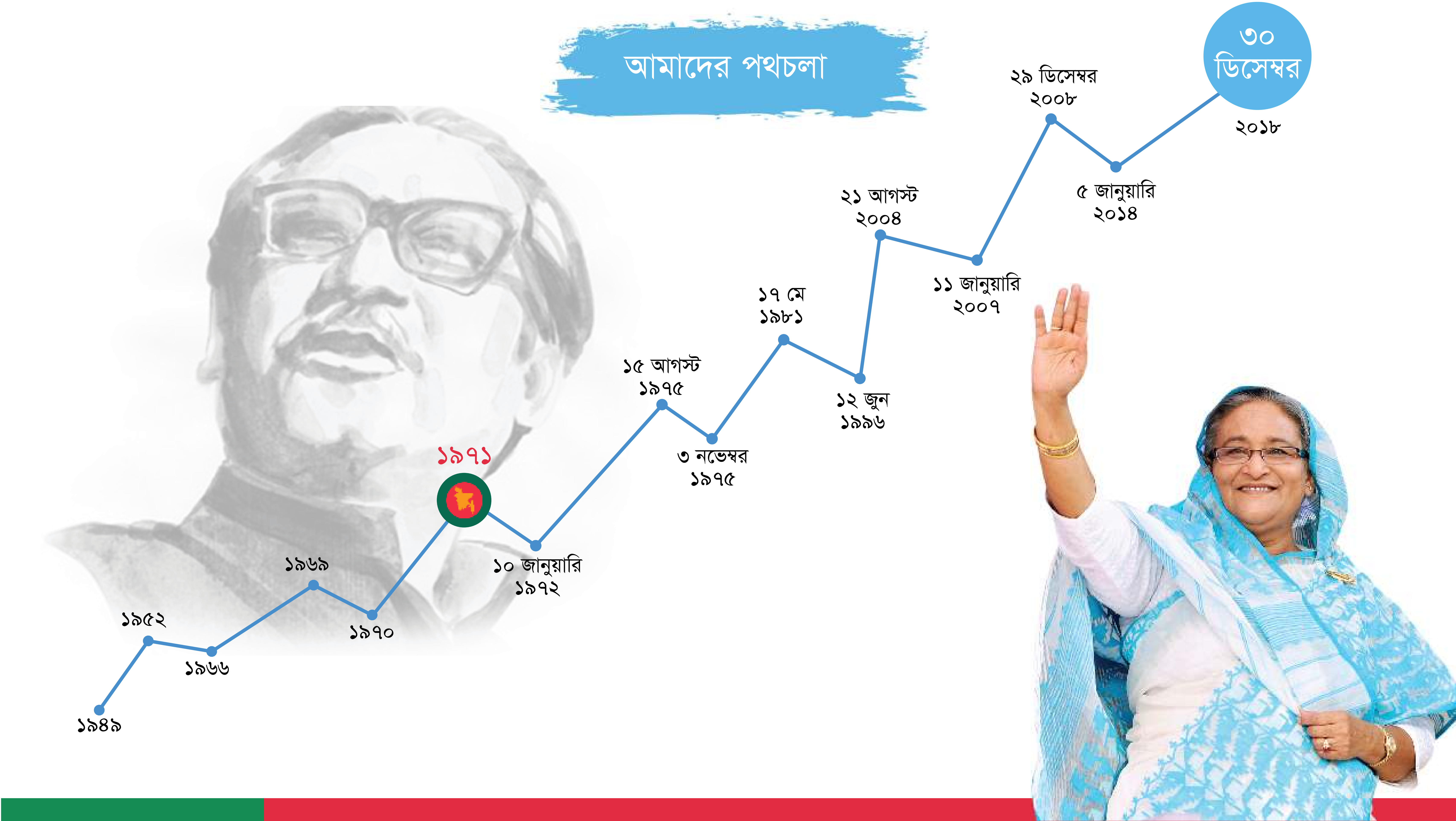
আমাদের পথচলা
১৯৪৯
১৯৫২
১৯৬৬
১৯৬৯
১৯৭০
১৯৭১
১০ জানুয়ারি
১৯৭২
১৫ আগস্ট
১৯৭৫
৩ নভেম্বর
১৯৭৫
১৭ মে
১৯৮১
১২ জুন
১৯৯৬
২১ আগস্ট
২০০৪
১১ জানুয়ারি
২০০৭
২৯ ডিসেম্বর
২০০৮
৫ জানুয়ারি
২০১৪
৩০
ডিসেম্বর
২০১৮

গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর (১৯৯৬-২০০১)

গঙ্গা পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষর

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর

৬%

গড় প্রবৃদ্ধির হার

১.৫৯%

মুদ্রাস্ফীতি

খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াট

স্বাক্ষরতার হার ৪৪% থেকে ৬৫%

একাধিক দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প গ্রহণ

বিএনপি-জামাত জোট সরকার
২০০১-২০০৬

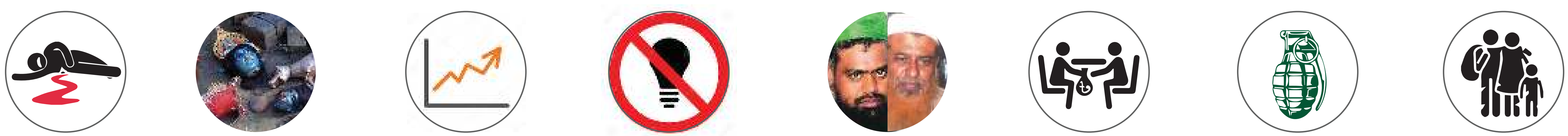

- ২৬ হাজার আওয়ামী নেতা-কর্মী হত্যা
- সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নির্যাতন
- দ্রব্যমূল্য ২০০% পর্যন্ত বৃদ্ধি
- খাদ্য ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ধ্বস
- রাষ্ট্রীয় মদদে জঙ্গিবাদের উত্থান
- টানা ৫ বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন
- ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা
- দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি

১-১১ ষড়যন্ত্র ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭-২০০৮

বিএনপি-জামাত জোটের ষড়যন্ত্রে ১/১১/২০০৭ এর পটপরিবর্তন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রছায়ায় মহলবিশেষের বিরাজনীতিকরনের চেষ্টা

আওয়ামী লীগ ও জনগণের সাহসী ভুমিকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়

আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার

- আমার গ্রাম, আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ
- তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি : তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ
- নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ
- পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা
- সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল
- মেগা প্রজেক্টসমূহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন

আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার

- গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা
- দারিদ্র্য নির্মূল
- সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি
- সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা
- সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার

- আধুনিক কৃষিব্যবস্থা, লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ
- দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন
- জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা
- ব্লু-ইকোনমি, সমুদ্রসম্পদ উন্নয়ন
- নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা
- প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ
- টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরা হবে এবং সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচলনার সর্বোচ্চ দলিল

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা

- প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা লাভের সুযোগ সুবিধা অবারিত করা হবে
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে
- মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন

- একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।
- নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায় পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানো হবে।
- বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।
- প্রশাসন হবে নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসাবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে।

জনবান্ধব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তোলা

- আগামী ৫ বছরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারের কাজ আগামীতে অব্যাহত থাকবে।

- পুলিশসহ অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কাজ চলমান থাকবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

- দুর্নীতি দমন কমিশনকে কর্ম পরিবেশ ও দক্ষতার দিক থেকে যুগোপযোগী করে আধুনিকায়ন করা হবে।

- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যক্রম আরো জোরদার করা হবে।

- দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে।

- ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদক নির্মূল

- জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি প্রতি অব্যাহত থাকবে
- সন্ত্রাসী ও তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
- সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে।
- মাদকাসক্তদের পূণর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

স্থানীয় সরকার: জনগণের ক্ষমতায়ন

- সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে।
- বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা হবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

সামষ্টিক অর্থনীতি:

উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

- ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫৪৭৯ ডলারেরও বেশি।
- ২০৪১ সালের মধ্যে সার্বিক দারিদ্র্যের হার শূণ্য শতাংশে নামিয়ে আনা হবে
- আগামী ২০ বছরে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ৯ শতাংশ ধরে রাখা হবে।
- বেসরকারি খাতে নতুন মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যায় বয়স কাঠামোর সুবিধাকে কাজে লাগানো, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়, বাজেট প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংস্কার করা, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের উন্নয়ন এবং অর্থপাচার রোধ করা হবে।
- ২০১৯-২৩ সময়কালের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচির সাথে সাথে ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করা হবে

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)

- অবকাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হবে।
- পদ্মা রেল সেতু সংযোগ এবং কক্সবাজার-দোহাজারী-রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।
- মাতারবাড়ী কয়লা বন্দর, ভোলা গ্যাস পাইপ লাইন ও উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

‘আমার গ্রাম - আমার শহর’:
প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

- প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোর উৎসাহ ও সহায়তা দেয়া হবে।
- অ-কৃষি খাতের সেবার পাশাপাশি হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

তরুণ যুবসমাজ:

‘তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’

- একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় যুবনীতি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠন করা হবে পৃথক যুব বিভাগ।
- যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো এবং জেন্ডার বাজেটের আলোকে প্রণয়ন করা হবে বার্ষিক যুব বাজেট।
- গঠন করা হবে যুব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘যুব গবেষণা কেন্দ্র’।
- শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য ‘কর্মঠ প্রকল্প’ ও ‘সুদক্ষ প্রকল্প’-এর অধীনে কাজ জোরদার করা হবে।
- বেকারত্বের হার ২০২৩ সালে ১২ শতাংশে নামিয়ে আনতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পদক্ষেপ কার্যকর করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

তরুণ যুবসমাজ:

‘তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি’

- তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা করতে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর মাধ্যমে বিনা জামানতে ও সহজ শর্তে জনপ্রতি দুই লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা আরও বিস্তৃত করা হবে।
- যুগোপযোগী ‘তরুণ উদ্যোক্তা নীতি’ প্রনয়ণ করা হবে।
- তরুণদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হবে একটি করে ‘যুব বিনোদন কেন্দ্র’।
- স্বল্প খরচে তরুণদের কাছে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা পোঁছে দিতে ‘ইয়ুথ প্ল্যান’ চালু করা হবে।
- যুবসমাজ যাতে জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত না হয় সেজন্য কাউন্সিলিং এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে।
- প্রতিটি জেলায় একটি করে ‘যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স’ গড়ে তোলা হবে।
- নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আমলে নেয়া হবে তরুণদের বক্তব্য।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

নারীর ক্ষমতায়ন

- ২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হবে
- প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা ও সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- নারীদের পুরুষের সমান মজুরীর নিশ্চয়তা দেয়া হবে ।
- সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ‘ডে কেয়ার সেন্টার’ গড়ে তোলা হবে

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

দারিদ্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস

- সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হবে।
- দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১২.৩ ও ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে দরিদ্র্য জনসংখ্যা ২.২ কোটির নীচে নামানো হবে।
- প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের নিয়মিত রোজগার নিশ্চিত করা হবে।
- পল্লী জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।
- সকল ক্ষুদ্রঋণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।
- বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির পরিধি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে জোরদার করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

কৃষি, মৎস্যসম্পদ, খাদ্য ও পুষ্টি:

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা

- সবার জন্য পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্যের যোগান দেয়ার লক্ষ্যে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সফল ধারা এবং মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের উপর ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হবে।

- সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করা হবে।

- সহজ শর্তে সময়মত কৃষি ঋণ, বিশেষ করে বর্গাচাষীদের জন্য জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

- খাদ্যশস্যের পাশাপাশি আলু, শাক-সবজি, তৈলবীজ, মসলা, নানাজাতীয় ফলমূল, ফুল, লতাপাতা-গুল্ম, ঔষধি ও ফসল উৎপাদনে বর্তমানে প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

কৃষি, মৎস্যসম্পদ, খাদ্য ও পুষ্টি:

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা

- কৃষি গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ ইতোমধ্যে বাড়ানো হয়েছে এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপণন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা হবে।
- ২০২৩ এর মধ্যে হাঁস-মুরগির সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কৃষি, মৎস্যসম্পদ, খাদ্য ও পুষ্টি:

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা

- প্রাণীখাদ্য, গবাদি পশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্য করার ওপর জোর দেয়া হবে।
- ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমত ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।
- পুকুরে মাছ চাষ ও যেখানে সম্ভব ধান ক্ষেতে মাছ চাষের আরো প্রসারের জন্য সুযোগ সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- ২০২০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে ২৮,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রায় ২৩,০০০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- মহেশখালী ও মাতারবাড়ী অঞ্চলে ১টি এবং পায়রাতে ১টি করে 'এনার্জি হাব' গড়ে তোলা হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে মোট ৫,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ এলএনজি সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

- বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

- জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ৩০৫ কিলোমিটার পাইপলাইন, গভীর সমুদ্র থেকে চট্টগ্রামে তেল আনার লক্ষ্যে পাইপ লাইনসহ ইতোপূর্বে গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

- ইস্টার্ণ রিফাইনারীর (ইআরএল) জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে রিফাইনারী প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

- দেশের কয়লা সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

শিল্প উন্নয়ন

- রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হবে।
- দেশে যেসব পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে সেসব ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত প্রতিরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেয়া হবে।
- কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হবে।
- পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, চামড়া, খেলনা, জুয়েলারি, আসবাবপত্র, পর্যটন এ সকল খাত এই কর্মসূচির সুবিধা পাবে।
- ঔষধ শিল্প ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুতকারী এ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্পকে উৎসাহ দেয়া হবে।
- পিপিপি আইন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংস্কার করা হবে। বিডা- কে অধিকতর কার্যক্ষম করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

শিল্প উন্নয়ন

- পদ্মা সেতুর দুই পাড়ে সিঙ্গাপুরের আদলে শিল্পনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।
- স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল (ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রি) গড়ে তোলা হবে।
- সরকারের "একটি বাড়ী একটি খামার" প্রকল্পকে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারী গুচ্ছশিল্প কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা হবে।
- বিভাগীয় শহরে আইটি শিল্প পার্ক স্থাপন করা হবে এবং এসব শিল্প পার্কে আগামী পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।
- শিল্পের ভিত্তি মজবুত এবং আধুনিকায়নে ভারী ও মৌলিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যাকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী গড়ে উঠবে।
- জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।

শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি

- শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা হবে।
- নারী শ্রমিকদের জন্য ৪ মাসের বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
- গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

শিক্ষা

- শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসিন্ধৎসা, জ্ঞান আহরণ এবং দেশ ও জাতির অবিকৃত সত্য ইতিহাস জানার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে।
- বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা হবে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার শূণ্যে নামিয়ে আনা হবে। গত এক দশকে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার শতকরা ২০ ভাগের নীচে নেমে এসেছে। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার শতকরা ৫ ভাগে নামিয়ে আনা হবে।
- স্কুল ফিডিং সকল গ্রামে, আধা মফস্বল শহরে এবং শহরের নিম্নবিত্তের স্কুলসমূহে পর্যায়ক্রমে সার্বজনীন করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

শিক্ষা

- প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল সর্বোতভাবে বন্ধ করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- সকল জেলায় অন্তত একটি প্রাইভেট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য কারিকুলাম যুগোপযোগী করা হবে।
- নৃ- গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় সকল বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।
- শিক্ষা খাতের যেসব বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

- দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে।
- ১ বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের উপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হবে।
- সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যান্সার ও কিডনী চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যান্সার ও কিডনী চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে আরো নির্ভূল ও জনবান্ধব করা হবে।
- গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

যোগাযোগ

- মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৬,৩৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিমি বিস্তৃত ঢাকা পূর্ব-পশ্চিম এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণ করা হবে।
- ঢাকাকে ঘিরে একটি এলিভেটেড রিংরোড এবং ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণ করা হবে।
- ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যাতে চট্টগ্রামে পৌঁছানো যায় সেজন্য বুলেট ট্রেন (দ্রুতগামী ট্রেন) চালু করা হবে।
- বুলেট ট্রেন সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, পটুয়াখালি, খুলনা এবং কলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা ২০১৯-২০২৩

যোগাযোগ

- রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল বিমানবন্দরকে উন্নত করা হবে।
- ঢাকা শাহজালাল বিমান বন্দরে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ, নতুন রাডার স্থাপন ও জেট ফুয়েল সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হবে সুপিরিয়র বিমান অবতরণে সক্ষম দেশের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দর।
- বাগেরহাটে খান জাহান আলী বিমান বন্দর নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।
- সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে উন্নত করে আঞ্চলিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

যোগাযোগ

- 'নিরাপদ সড়ক আইন-২০১৮' প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকায় পাতাল রেল, মেট্রোরেল, সার্কুলার রেলপথ এবং নাব্য ও প্রশস্থ নৌপথ নির্মাণ করা হবে।
- ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, বিবিআইএন এবং বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে।
- আগামী মেয়াদে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে।
- ভারতের সাথে নৌপথ বাণিজ্য আরো বাড়িয়ে একে নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে ।
- বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বে-টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে।
- ঢাকার চারপাশের ৪টি নদী-খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণ:
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

- ২০২১-২৩ সালের মধ্যে ৫-জি চালু করা হবে।
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটিসহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে।
- শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- আর্থিক খাতের লেনদেনকে ডিজিটাল করার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।
- তথ্যপ্রযুক্তির সফটওয়্যার, সেবা ও ডিজিটাল যন্ত্রের রপ্তানি ৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২ এবং সাবমেরিন ক্যাবল ৩ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে।
- ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য কমানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সমুদ্র বিজয়:

ব্লু-ইকোনমি- উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন

- ইতোমধ্যে ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্র সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে
- আগামী মেয়াদে এই পরিকল্পনা অন্যতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করা হবে

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা

- ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে সাহায্য করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডে' বরাদ্দ আরো বাড়ানো হবে।
- উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০১৫ সালের ১৩.১৪ শতাংশ হতে ২০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
- ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরগুলোতে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন।
- শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমণ/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন করা।
- বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা

- উপকূলরেখা ব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।
- সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- হাওর ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

শিশু কল্যাণ

- শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃত্তি ও নানাবিধ কর্মকান্ড উন্নত ও প্রসারিত করা হবে।

- শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করা হবে না।

- কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

- হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য নিরাপদ আবাসন, শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা উন্নত ও প্রসারিত করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ

- প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক) শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ, চিকিৎসা সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
- সামাজিক ‘নিরাপত্তা-বেষ্টনি কার্যক্রমে’ প্রবীণদের অন্তর্ভূক্তির বর্তমান সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ সম্প্রসারণে বাস্তবতার আলোকে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
- প্রবীণদের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ, প্রবীণদের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠ্য বই-এ আলাদা অধ্যায় সংযোজন, যানবাহন এবং আবাসিক স্থাপনাগুলোতে প্রবীণদের জন্য আসন/পরিসর নির্ধারণ,তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল, বিমানবন্দর, বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনে উঠা-নামার ব্যবস্থা প্রবীণ-বান্ধব করে গড়ে তোলা হবে।

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

- মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বিশেষত দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

- দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকশে অনুসৃত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে।

- ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া হবে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধূলা ও শরীর চর্চাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ক্ষুদ্র নৃ-জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়

- অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।
- জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রনয়ণ করা হবে।
- অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।
- সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে।
- ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ

- সাংবাদিকদের জন্য ফ্ল্যাট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রস্তাবিত ২১ তলা ভবন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা হবে।
- জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন গঠন করে সকল গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা রোধ ও জনগণের সত্য তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
- তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদেরকে উৎসাহিত করা হবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- পেশাদার সাংবাদিকদের কল্যাণের জন্য প্রচলিত উদ্যোগের পাশাপাশি নতুন উদ্যোগ নেয়া হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

প্রতিরক্ষাঃ

নিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সুরক্ষা

- সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী আধুনিকায়নের চলমান প্রক্রিয়া যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোতোভাবে অব্যাহত থাকবে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ স্বশাসন, শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সমুন্নত রাখা হবে।
- জ্যেষ্ঠতা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ গৃহীত বহুমুখী কল্যাণমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সমুন্নত রাখা ও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

পররাষ্ট্র

- আন্তর্জাতিক যে কোন বিরোধ শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।
- ভারতের সাথে তিস্তাসহ অভীন্ন নদীর পানি বন্টন এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।
- ভারত-ভুটান-নেপালের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।
- বাংলাদেশ ভূখন্ডে জঙ্গিবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কোন শক্তিকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হবে।

পররাষ্ট্র

- রাশিয়া, চীন এবং আশিয়ান দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক অরো জোরদার করা হবে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক আরো জোরদার করা হবে।

- বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহ এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও সহযোগিতা আরো জোরদার করা হবে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কাঠামোয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও সহযোগিতা আরো জোরদার করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

এনজিও

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে।
- দারিদ্র বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বিষয়ে নিজস্ব বিধি ও রীতি অনুযায়ী কাজ করার অধিকার অব্যাহত রাখা হবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান/বিভাগ স্থানীয় সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় জোরদার করা হবে।

আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা
২০১৯-২০২৩

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল
(২০১৬-২০৩০)

- জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে
- টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আমাদের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে

DELTAPLAN
2100 BANGLADESH

ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০

- ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সহায়ক হবে

- বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সাল নাগাদ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের যোগসূত্র সৃষ্টি করবে।

জননেত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

২০১৪

শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কোর 'ট্রি অফ পিস' সম্মাননা

২০১৫

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড'

পরিবেশ রক্ষার জন্য জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ন অফ দ্যা আর্থ' পুরস্কার

আইসিটি খাতে উন্নয়নের জন্য 'আইটিইউ অ্যাওয়ার্ড'

২০১৬

জাতিসংঘের 'এজেন্ট অফ চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড'

প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার

২০১৮

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে

নৌকা মার্কায় ভোট দিন

www.albd.org

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু